Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাশহুরা মাহজাবিন নিশাত

রোলঃ 228020580

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাশহুরা মাহজাবিন নিশাত

রোলঃ 228020580

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাশহুরা মাহজাবিন নিশাত, আইডিঃ 228020580 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মাশহুরা মাহজাবিন নিশাত

আইডিঃ 228020580

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা..5

আত্মশুদ্ধির মানে কি?...6

ভূমিকা

আত্মশুদ্ধি শব্দ শুনলেই মনে একটা কথাই আসে নিজের আত্মাকে পরিষ্কার করা এমন। আসলেই কি নিজের আত্মাকে পরিষ্কার করে শুদ্ধ করা যায়?
যেই জিনিস আমি কখনো দেখিনাই তা কীভাবে শুদ্ধ করবো এমন অনেক প্রশ্নই আমাদের সবার মনে আসে।

আমাদের চারপাশ অপরিচ্ছন্ন থাকলে আমাদের কেমন লাগে?ধরেন কেউ আমাদের সামনে কিছু একটা বলতে আসছে আর তার পুরো শরীরে ময়লা,আপনার চোখে বিষয়টি কেমন লাগবে ভাবুন তো? ভাবতেই কেমন খারাপ লাগে তাই না? তো ঠিক এমন একটা জিনিস নিয়ে আপনি আপনার রবের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাকে ডাকছেন।গভীর মনে চিন্তা করলে বিষয়টি আমরা অনুভব করতে পারবো আশা করা যায়।
একটা কবিতা আছে এমন যে-

মুখের দাগে বিচলিত তুমি
দেখ আয়না বারে বার
আত্মার কোনো খবর রাখ কি
এ যে কুৎসিত কদাকার।
ইহ জীবনেই বিভোর তুমি
নেই মরণের খবর
তুমি যে ভাই নামে মুসলিম
কাজে ইবলিসের দোসর।
মিনারে মিনারে তাকবীর ধ্বনি
যায় শোনা যায় আজো
হৃদয় রাজ্যে কাপন ধরানো
নাই সে ধ্বনির খোজও।

একবার ভাবী আমার আত্মার কি অবস্থা হতে পারে? তাকে এখনই আমাদের শুদ্ধ করতে হবে।

আত্মশুদ্ধির মানে কি?

শাব্দিক অর্থে, আরবী تزكية ক্রিয়ামূল হতে অর্থ পরিশুদ্ধ করা, পবিত্র করা। দর্শন ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়, বৈষয়িক চাহিদা ও কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে অন্তরকে পরিশুদ্ধকরণ। পরিভাষায়, সকল প্রকার অশ্লীল, নিন্দনীয় ও কদর্য বিষয় থেকে অন্তরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা। মহান আল্লাহর বড়ত্ব স্বীকার করে নেক আমলের মাধ্যমে অন্তরকে সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দানের চেষ্টাকে 'তাযকিয়াতুন নফস' বা আত্মশুদ্ধি বলে।

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

এইটার প্রয়োজন অনেক। যেমন-
শেষ বিচারের দিনে কি কাজে আসবে? আমার আত্মার বিষয়গুলো এদিন দেখা হবে।মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-
'কসম সূর্যের ও তার কিরণের; কসম চাঁদের যখন তা সূর্যের পর উদিত হয়। কসম দিনের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। কসম রাতের, যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়। শপথ আসমানের এবং যিনি তা বানিয়েছেন তাঁর। কসম যমীনের এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন। কসম মানুষের এবং যিনি তাকে সুঠাম বানিয়েছেন তাঁর। অতঃপর তাকে তার পাপ ও পূণ্যের জ্ঞান দান করেছেন। সেই সফলকাম যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।' (সুরা শামস: ১-৯)
দুনিয়ার জীবনে আপনার সব কিছু কাজে আসে যেমন আপনি টাকা দিয়ে অনেক কিছুই করতে পারবেন কিন্তু কিয়ামতের দিন শেষ বিচারের দিন একমাত্র এমন আত্মাই গ্রহনযোগ্য হবে যেখানে আছে আল্লাহ তায়ালার মহব্বত। এর ব্যাতীত অন্য কোনো ইলাহ এর অংশ আত্মার মধ্যে থাকলে সেই আত্মার অবস্থা সেই দিন ভয়াবহ হবে।তাই আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে অন্তরের সব কালিমা মুছে ফেলতে হবে।কারন

মানুষ যখন গুনাহ করে তার প্রতিটি গুনাহের বিনিময়ে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে।যদি সে যথাযথ তওবা করে তাহলে দাগটি মুছে যায়।অন্যথায় গুনাহের দাগে দাগে অন্তর সম্পূর্ণভাবে কলো হয়ে যায়।

আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপে আমরা দেখিযে আমাদের অন্তরে গুনাহের জঞ্জাল আর জঞ্জাল।তা কীভাবে দূর করবো তা নিয়ে আমরা বিচলিত হয়ে যাই।বিচলিত হলে হবে না।আমাদের এই জঞ্জাল একদিনে যেমন গড়ে ওঠে নাই তেমনি তা একদিনে পরিশুদ্ধ হবে কঠোর শ্রম আর অধ্যাবসায় কাজে আসবে।আমাদেরকে আল্লাহ ওয়ালা যারা আছেন তাদের সান্নিধ্যে থেকে অন্তরের মেরামত করতে হবে।কারন উনি আমাদের হালত দেখে বুঝতে পারবেন আমাদের জঞ্জাল এর পরধি সেই মোতাবেক উনি আমাদের পথ বাতলে দিবেন।মুমিন যখন তার অন্তরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে,তখন তার অন্তরেও আল্লাহ তালার যাতি নূরের তাজাল্লী হয়।মুমিনের অন্তর ও আল্লাহ তালার ঘর।
একটি কবিতা আছে–

ভগ্ন হৃদয় এর যত্ন নেওয়া
আকবরি হজ্ব বটে
কাবার চেয়েও হৃদয় বড়
আরো যা আছে এই অটে।
কাবা হলো আযর তনয়
ইবরাহীম এর গড়া
হৃদয় হলো মহানপ্রভু
আল্লাহ তালার পাড়া।

আমাদের সকল অংগ-প্রত্যংগ আমাদের অন্তরের অধীন।আমাদের মন ভালো না থাকলে দেখবেন আমাদের কিছুই করতে ভালো লাগবে না।শরীর কাজ করতে চায় না।আবার ধরেন আপনি কাউকে পছন্দ করেন না তখন দেখবেন আপনি বলবেন ওই মানুষ্কে আপনি চোখে দেখতে চাচ্ছে না। আসলে কি চোখ? নাকি আমাদের

মন সায় দিচ্ছে না চিন্তা করলেই আমরা অনুধাবন করতে পারবো।এর জন্য আমাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ করতে হবে তাহলে আমাদের দেহ তার মতো চলবে ইন শা আল্লাহ।

আমাদের কাছে মনে হতে পারে আমাদের অন্তর এত ছোট এর আর মূল্য কতটুকু। কিন্তু এর মূল্য অপরিসীম। কারন এর মাঝে আল্লাহ তালার মারিফাত এবং নূর গচ্ছিত থাকে।আর এ কারণেই আল্লাহ তালার কাছে তা অতি প্রিয়।কিয়ামতের দিন আল্লাহ তালায়া বান্দার নিকট এমন অন্তরই চাইবেন।ইরশাদ হয়েছে কুরআনে---কিয়ামতের দিন ধন সম্পদ ও কোনো কাজে আসবে না এবং সন্তান সন্ততিও কোন কাজে আসবে না কাজে আসবে শুধু পরিচ্ছন্ন পরিমার্জিত আত্মা।

নানা কারনে আমাদের অন্তর বিনষ্ট হয়ে যায়।তার মধ্যে একটি হলো - ধরেন আপনি আপনার ঘরের দরজা জানালা সব সময় খোলা রাখেন এতে করে আমাদের ঘরে নানা ধরণের ময়লা আবর্জনায় ভর্তি হয়ে যায়।ঘরের আসবাবপত্র পরিষ্কার না করলে ময়লা জমতে জমতে তা একসময় নষ্ট হয়ে যেতে ঠিক তেমনি আমাদের চোখ হলো অন্তরের দরজা জানালার মতো।একবার খেয়াল করলেই বুঝবো এই চোখ দিয়ে আমরা কতো কিছু দেখি।কত ভালো কত খারাপ কিছু।এর কারনে প্রতিনিয়তই অন্তর কলুষিত হতে থাকেই।একসময় অন্তর কঠিন হয়ে যায়।এমন সময় আমাদের আল্লাহর প্রতি কোনো মায়া মহব্বত থাকে না।আল্লাহর জিকিরে আমরা নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারি না।নামাজ পড়ে শান্তি পাই না।ইবাদতের মজা কমতেই থাকে। আল্লাহর কাছে তখন চাই কবিতার আলোকে-

হৃদয়টাকে মর কর হে খোদা!
তোমার প্রেমের আবাস,
থাকে যেন সদা মোর দেহ মন জুড়ে
তোমার দয়ার সুবাস।
তোমার প্রেমেই থাকি যেন মজে
প্রতি দিন প্রতি রাত,
ক্ষণিকের তরেও হয় না যেন প্রভু
তোমার স্মরণে ব্যাঘাত।

আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরের অবস্থা এমনই হয়।আমাদের প্রত্যেকের এমন হওয়া উচিত।কঠিন অন্তরকে বিশুদ্ধ করতে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির/স্মরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে।বেশি বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে হবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সকলের অন্তরকে কলুষিত হওয়া থেকে কঠিন হওয়া থেকে রক্ষা করুন এই দোয়া বেশি বেশি করেত হবে।